দৈনিক

তারিখ 09 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে বৈষম্য কেন?

সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় প্রতি বছরই ইসলাম ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও বিগত ২৫-২৬ বছর ধরে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষকরা পর্যায়ক্রমে অবসরে যাওয়ায় বর্তমানে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলো হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্মের কোন ক্লাস হয় না। এর ফলে হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার হারাচ্ছে। পঁচাত্তরপরবর্তী সরকারগুলোর সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনে নিয়োগপ্রাপ্ত আমলারা ছিলেন স্বাধীনতার আদর্শ বিবর্জিত ও শাসক শ্রেণী কর্তৃক অবৈধ সুবিধাপ্রাপ্ত। তারা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে মাদ্রাসায় রূপান্তর করার নীল নক্সা অনুযায়ী ১৯৯১ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইসলাম ধর্মের শিক্ষকের নিয়োগদান শুরু করে এবং সুকৌশলে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষকের নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। প্রতিবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার আগে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলো হতে নির্ধারিত ছকে শূন্যপদের সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ওই নির্ধারিত ছকে সব বিষয়ের শিক্ষকের কথা উল্লেখ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষকের কথা উল্লেখ করা হয় না। প্রধান শিক্ষকদের মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষকের চাহিদা দেয়া যাবে না। কারণ, হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগদানে অনিচ্ছুক। ১৯৯৭ সালে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক প্রণব কুমার দেব সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন। সে সময়ের আওয়ামী লীগ সরকার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনের আমলাদের নির্দেশ দেয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবনে কর্মরত পূর্ববর্তী সরকারের সুবিধাভোগী আমলারা সুকৌশলে সরকারের সে নির্দেশ ধামাচাপা দেয়। এমতাবস্থায়, ৩১৭টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে (ডাবল শিফটসহ) ৪৫০ জন হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগদান করে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের সাংবিধানিক অধিকার পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহাজোট সরকারের সদয় সৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকরী রানী দে তরফদার
মশিউর নগর, ময়মনসিংহ